।। তালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ।।

বিভিন্ন সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক-দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায় যে **তালের উৎপত্তি হয়েছে মার্গ এবং দেশী সঙ্গীত প্রবর্তনের যুগে।** ঐ সময়ের আগে পর্যন্ত তালাঘাত দেওয়া হ'ত ছন্দের ঝোঁক অনুসারে। মার্গ এবং দেশী সঙ্গীত হিসাবে যখন দু'টি গীতরীতি প্রবর্তিত হ'ল, প্রবর্তকেরা ঐ রীতিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুললেন তাল প্রয়োগের মাধ্যমে। মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতের জন্য **মার্গ তাল** এবং দেশী সঙ্গীতের জন্য **দেশী তাল** প্রবর্তিত হ'ল দু'টি স্বতন্ত্র ধারার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তাল এতদিনে একটা আকৃতি পেলো, বিভিন্ন নাম ধারণ করে পেলো পৃথক পরিচিতি, সঙ্গীতে সংযোজিত হ'ল একটি পৃথক মাত্রা। এ সবই **আদিযুগের কথা।**

প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থাদিতে **পাঁচটি মার্গ তালের** উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো গ্রন্থকারের মতে **মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে** ঐ পাঁচটি মার্গ তালের জন্ম হয়েছিল। তালগুলি হ'ল — **চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, সম্পক্কেষ্টাক এবং উদ্‌ঘট্ট**। মাত্রা-সংখ্যা অনুসারে **চচ্চৎপুট ছিল আট মাত্রার, চাচপুট এবং উদ্‌ঘট্ট ছয় মাত্রার এবং ষট্‌পিতাপুত্রক ও সম্পক্কেষ্টাক বারো মাত্রা তাল**। পাঁচটি তালের মধ্যে **চচ্চৎপুট এবং চাচপুটের মর্যাদা ছিল একটু বেশি**। প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রকারেরা **চতুরস্র ও ত্র্যস্রভেদে** তালের **দু'টি** ভাগ করে **চচ্চৎপুটকে চতুরস্র বা চতস্র** এবং **চাচপুটকে ত্রিস্র বা ত্র্যস্র জাতির তাল** বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বাকিগুলিকে বলা হ'ত **মিশ্রতাল। পঞ্চপাণি** নামেও এরা পরিচিতি। **কলাভেদে প্রতিটি তালেরই তিন রকমের প্রয়োগ হত — যথাক্ষর বা এককল, দ্বিকল ও চতুষ্কল।**

দেশী তালগুলিও গড়ে উঠেছিল মূলত এই পাঁচটি তালকে ভিত্তি করে। তবে দেশী তালের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন, কারণ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন-সংখ্যক তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলির রচনাকাল সম্পর্কেও অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত গড়ে তোলা যায়নি। কোন্ গ্রন্থটি ঠিক কোন্ সময়ের এবং কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে মতান্তরের ফলে সঠিকভাবে তা না জানায় পারম্পর্য রক্ষা করাও কঠিন। ফলে **প্রাথমিক অবস্থায় ঠিক কতগুলি দেশী তালের জন্ম হয়েছিল, জোর করে তা বলা যায় না।**

মার্গ সঙ্গীতের মত কঠোর নিয়ম-কানুন দেশী সঙ্গীতে ছিল না। সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই গানের প্রচারকেরা এর রূপায়ণ ঘটাতেন বলেই দেশী সঙ্গীতের পরিধি এবং প্রচলন ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। স্বভাবতই দেশী তালের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। দেশী সঙ্গীতকে লৌকিক সঙ্গীতের নামান্তর হিসাবে ধরে নিলে বৈদিক যুগেও তার অস্তিত্বকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু **মার্গ তালের ভিত্তিতে দেশী তাল গঠিত হবার সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিলে দেশী তালের জন্ম মার্গ তালের আগে হ'তে পারেনা এবং মার্গ তালের জন্ম যদি মার্গ সঙ্গীতের জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তবে পৌরাণিক যুগের আগে তা ঘটেনি বলেই মনে হয়।** সুতরাং বৈদিক যুগে দেশী তথা লৌকিক সঙ্গীতের প্রচলন থাকলেও দেশী তাল ছিল না বলেই ধরে নেওয়া চলে। কিন্তু পৌরাণিক যুগের কালসীমার মধ্যেও ঠিক কতগুলি দেশী তালের প্রবর্তন এবং প্রচলন হয়েছিল, তার সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে না; যদিও ঐ সময়ে দেশী তালের অস্তিত্বকে মেনে নিতে হচ্ছে। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে আমরা আদিযুগ হিসাবে ধরে নিচ্ছি।

কালসীমা অনুসারে বিভাজিত আদিযুগ-পরবর্তী **প্রাচীন যুগে দেশী তালের প্রচলন যেমন বেড়েছে, সংখ্যাও তেমনি বেড়েছে।** তৎকালীন সঙ্গীত-গ্রন্থাদিতে তালের নাম ও মাত্রা-সংখ্যার উল্লেখের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থকার সংশ্লিষ্ট

তালগুলিকে নানাভাবে পর্যায়ভুক্ত করেছেন। কিন্তু সব গ্রন্থে তালের সংখ্যা সমান নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন-সংখ্যক তাল অবশ্য থাকতেই পারে এবং সময়ের অগ্রগতির সাথে চাহিদা অনুসারে নতুন-নতুন তাল সৃষ্ট হয়ে তালের সংখ্যাও বাড়তে পারে। প্রাচীন যুগের কালসীমা যদি ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়, **ত্রয়োদশ শতকে শার্ঙ্গদেব রচিত 'সঙ্গীত রত্নাকর'** গ্রন্থটিকে সেই যুগের সর্বশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলা যেতে পারে। ঐ গ্রন্থের তালাধ্যায়ে **একশো কুড়িটি দেশী তালের** উল্লেখ পাওয়া যায়। **তালাধ্যায়ের ২৩৯ থেকে ২৫৪-ক পর্যন্ত শ্লোকে তালের নাম এবং ২৬১ থেকে ৩১১ পর্যন্ত শ্লোকে ঐ ১২০ টি তালের পরিচয় দেওয়া ছাড়াও ৩১২ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে এর বাইরেও আরও অনেক তাল আছে, যেগুলির নাম প্রসিদ্ধ না হওয়ায় উল্লেখ করা হয়নি।** সুতরাং দেশী তালের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে প্রাচীন যুগের শেষে কোথায় পৌঁছেছিল, তা অনুমান করা যায়।

যাই হোক, **'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে প্রদত্ত তালগুলির নাম হ'ল—** (১) আদিতাল (২) দ্বিতীয় (৩) তৃতীয় (৪) চতুর্থক (৫) পঞ্চম (৬) নিঃশঙ্কলীল (৭) দর্পণ (৮) সিংহবিক্রম (৯) রতিলীল (১০) সিংহলীল (১১) কন্দর্প (১২) বীরবিক্রম (১৩) রঙ্গ (১৪) শ্রীরঙ্গ (১৫) চচ্চরী (১৬) প্রত্যঙ্গ (১৭) যতিলগ্নক (১৮) গজলীল (১৯) হংসলীল (২০) বর্ণভিন্ন (২১) ত্রিভিন্ন (২২) রাজচূড়ামণি (২৩) রঙ্গদ্যোত (২৪) রঙ্গপ্রদীপ (২৫) রাজতাল (২৬) বর্ণতাল (২৭) সিংহবিক্রীড়িত (২৮) জয় (২৯) বনমালী (৩০) হংসনাদ (৩১) সিংহনাদ (৩২) কুড়ুক্ক (৩৩) তুরঙ্গলীল (৩৪) শরভলীল (৩৫) সিংহনন্দন (৩৬) ত্রিভঙ্গি (৩৭) রঙ্গাভরণ (৩৮) মণ্ঠক (৩৯) কোকিলাপ্রিয় (৪০) নিঃসারুক (৪১) রাজবিদ্যাধর (৪২) জয়মঙ্গল (৪৩) মল্লিকামোদ (৪৪) বিজয়ানন্দ (৪৫) ক্রীড়া (৪৬) জয়শ্রী (৪৭) মকরন্দ (৪৮) কীর্তিতাল (৪৯) শ্রীকীর্তি (৫০) প্রতিতাল (৫১) বিজয় (৫২) বিন্দুমালী (৫৩) সম (৫৪) নন্দন (৫৫) মণ্ঠিকা (৫৬) দীপক (৫৭) উদীক্ষণ (৫৮) ঢেঙ্কী (৫৯) বিষম (৬০) বর্ণমণ্ঠিকা (৬১) অভিনন্দন (৬২) অনঙ্গ (৬৩) নান্দী (৬৪) মল্ল (৬৫) কঙ্কাল (৬৬) কন্দুক (৬৭) একতালী (৬৮) কুমুদ (৬৯) চতুস্তালী (৭০) ডোম্বুলী (৭১) অভঙ্গ (৭২) রায়বঙ্কোল (৭৩) বসন্ত (৭৪) লঘুশেখর (৭৫) প্রতাপশেখর (৭৬) ঝম্পাতাল (৭৭) জগঝম্প (৭৮) চতুর্মুখ (৭৯) মদন (৮০) প্রতিমণ্ঠক (৮১) পার্বতীতলোচন (৮২) রতি (৮৩) লীলা (৮৪) করণযতি (৮৫) ললিত (৮৬) গারুগি (৮৭) রাজনারায়ণ (৮৮) লক্ষ্মীশ (৮৯) ললিতপ্রিয় (৯০) শ্রীনন্দন (৯১) জনক (৯২) বর্ধন (৯৩) রাগবর্ধন (৯৪) ষট্‌তাল (৯৫) অন্তরক্রীড়া (৯৬) হংস (৯৭) উৎসব (৯৮) বিলোকিত (৯৯) গজ (১০০) বর্ণযতি (১০১) সিংহ (১০২) করণ (১০৩) সারস (১০৪) চণ্ডতাল (১০৫) চন্দ্রকলা (১০৬) লয় (১০৭) স্কন্দ

(১০৮) অড্ডতালী (১০৯) ঘত্তা (১১০) দ্বন্দ্ব (১১১) মুকুন্দ (১১২) কুবিন্দক (১১৩) কলধ্বনি (১১৪) গৌরী (১১৫) সরস্বতীকণ্ঠাভরণ (১১৬) ভগ্নতাল (১১৭) রাজমৃগাঙ্ক (১১৮) রাজমার্তণ্ড (১১৯) নিঃশঙ্ক (১২০) শার্ঙ্গদেব।

গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিস্তৃত আলোচনা না করে এখানে শুধুমাত্র তালের নামগুলি উল্লেখ করা হ'ল। এই সঙ্গে অবশ্য জানিয়ে রাখা দরকার যে সে **যুগের গ্রন্থাদিতে ভগ্নাংশ-সম্বলিত মাত্রা-সংখ্যা বিশিষ্ট বহু তালের উল্লেখ পাওয়া যায়।** আধ মাত্রা, পৌনে এক মাত্রা, সওয়া মাত্রা এবং আড়াই, সাড়ে তিন, সাড়ে চার ইত্যাদি মাত্রাবিশিষ্ট তালের উল্লেখ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে **ঐ সময়কার সঙ্গীত- শিল্পীরা তালের সূক্ষ্ম গাণিতিক বিভাজনের দিকে যথেষ্ট নজর রাখতেন।**

আগের অধ্যায়ে **'ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহাসিক রূপরেখা'-র** আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি যে প্রাচীন যুগের এই কালসীমার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল **প্রবন্ধ সঙ্গীত।** স্বাভাবিকভাবেই **সেই গানের সঙ্গে সঙ্গতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিছু বিশেষ তাল।** প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রবন্ধ গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত তালের যে তালিকা পাওয়া যায় তার বেশিরভাগ নামই কিন্তু তালিকাভুক্ত উপরোক্ত ১২০টি দেশী তালের নামের সঙ্গে মিলে যায়। শুধু তাই নয়, ৫টি মার্গ তালের নামও ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হ'তে দেখা যায়। এর বাইরেও অবশ্য কিছু তালের নাম যুক্ত হয়েছে প্রবন্ধ-গীতের জন্য নির্দিষ্ট তালের তালিকায়। তবু মার্গ এবং দেশী তালগুলির এত ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি থেকে এটা বোঝা যায় যে প্রবন্ধ-গীত মার্গ ও দেশী সঙ্গীতের মাঝামাঝি একটা অবস্থান নিয়ে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। **সামগ্রিকভাবে তালের জগৎটি এ যুগে যে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।**

প্রাচীন যুগের সীমারেখা অতিক্রম করে **মধ্যযুগে** প্রবেশের পর সঙ্গীত-জগতে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে, তালের-জগৎও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নিজের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। মধ্যযুগ নামাঙ্কিত ১৩০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের সাঙ্গীতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে এ যুগে অনেক নতুন-নতুন গীতরীতির জন্ম হয়েছে। স্বভাবতই **তার জন্য তৈরী হয়েছে অনেক নতুন তাল. পুরোনো বহু তাল অবলুপ্ত হয়েছে। কর্ণাটক সঙ্গীতও তার নিজস্ব ধারাকে এই যুগে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। বলতে গেলে ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা এই মধ্যযুগ থেকেই সম্পূর্ণ দু'টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছে।**

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে তালের গঠন এবং রূপায়ণের পদ্ধতি এ যুগে বদলে গেছে। নানারকম আনদ্ধ বাদ্যের জন্ম হওয়ায় তালের প্রকাশভঙ্গিও বদলেছে। কিন্তু স্বল্প পরিসরে অল্প কথায় সেই আলোচনা করা সম্ভব নয়। **'তবলার ব্যাকরণ'** পরীক্ষার্থীদের জন্য লেখা। তাদের সুবিধের কথা মাথায় রেখেই এই প্রসঙ্গে কোনো

জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা করা হল না। শুধু এইটুকু জেনে রাখাই এখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে বর্তমানে আমরা তালের যে রূপ দেখতে পাচ্ছি, মধ্যযুগ থেকেই তার নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে এবং ক্রমশ তা সহজ সরল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আধুনিক যুগ শুরু হ'ল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এ যুগের তালের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলাদা করে কিছু বলার নেই, কারণ বর্তমানে আমরা তারই চর্চা করে চলেছি। আগের অধ্যায়ে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতের ইতিহাসের পরিবর্তনগুলির কথা জেনেছি। '**প্রথম আবৃত্তি**'র বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনা থেকেও বর্তমান তালের জগতের অনেক তথ্য জেনেছি। এই গ্রন্থেও আরও অনেক তথ্য জানতে পারবো। তাই আধুনিক যুগ সম্পর্কে এখানে আর কিছু বলা হ'ল না।